দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে একটি অনন্য উদ্যোগ

মাসুমা বেগম

প্রাথমিক শিক্ষা কেন, যে কোন শিক্ষার ক্ষেত্রেই তার গুণগত মানের প্রশ্নটি সামনে আসে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশি জরুরি। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার ভিত ঠিক না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে উচ্চ শিক্ষা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে গুণগত মানের দিকে নজর দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছে। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ উত্তর বঙ্গে তার কর্ম এলাকার স্কুলগুলোতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রকল্প চালু করেছে। প্রথম অবস্থায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার ৯টি উপজেলায় এ প্রকল্প চালু হয়েছে ২০০৪ সালের আগস্ট থেকে। প্রকল্প চলবে ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত। ৯টি উপজেলা হচ্ছে, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর, ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর। নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, কিশোরগঞ্জ ও ডিমলা। পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া এবং পঞ্চগড় সদর। প্রতিটি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে আবার ৩টি করে স্কুল বেছে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নাগরিক সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদেরও এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত স্কুলে আসছে, ফলে স্কুলে উপস্থিতির হার বেড়েছে। অন্যদিকে যেসব শিক্ষক স্কুল ফাঁকি দিত তারাও এখন নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্কুলঘর, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, স্কুল ক্যাম্পাস ইত্যাদিও আগের তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ ছাড়া যে সব স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে ওই সব স্কুলে কমিউনিটি শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আরডিআরএস। প্রকল্প কর্মকর্তা কামরুল হাসান জানান, তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে মাসিক ৫ টাকা চাঁদা নিয়ে কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতন দেন। এলাকার শিক্ষিত বেকাররা এ কমিউনিটি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য প্রতি ৩ মাস অন্তর মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ করা হয়। এছাড়াও প্রতি বছর শিক্ষক, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পাবলিক হিয়ারিং অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্কুলের সমস্যা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও অভিভাবকদের শিক্ষায় গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য শিক্ষামূলক নাটক ও পালাগান পরিবেশন করা হয়।

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ বাড়ানোর জন্য তাদের নিয়মিত খেলাধুলা, নিয়মানুবর্তিতা শেখানো এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। শিক্ষকরা যাতে পাঠদানে অধিক মনোযোগী হয় সেজন্য প্রতিটি স্কুল থেকে একজন করে শিক্ষক নিয়ে ৩ দিনের বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৭টি স্কুলের (১৮টি সরকারি, ৯টি বেসরকারি) ৫৪ শিক্ষককে প্রতি বছর দুই ব্যাচে ট্রেনিং দেয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই ট্রেনিং চলে। এই ৩ দিন তাদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত ব্যয় ২০০ টাকা আরডিআরএস বহন করে। প্রকল্পের ট্রেইনার সুভাশীষ মোহন্ত জানান, এই প্রশিক্ষণের ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী হয়েছে। তারা এখন আর ক্লাস ফাঁকি দেন না।

প্রকল্প প্রশিক্ষকের সহযোগী এ কে খোন্দকার বলেন, এ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হলে ছাত্রছাত্রীরাই বেশি উপকৃত হবে। পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কর্মসূচিও চালু করা দরকার। এ দুটি প্রকল্পই প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করেছে। তিনি আরও জানান, ৩ জেলায় ২৭টি করে স্কুলে এ প্রকল্পের কাজ চলছে। এ প্রকল্প আরডিআরএসের কর্ম এলাকার প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলা উচিত। প্রকল্প চালু থাকার কারণে একদিকে যেমন শিক্ষরা লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী হয়েছে, অন্যদিকে নিয়মিত খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি শিখতে পারছে। তাদের ভাল ফলাফল করার জন্য পুরস্কারও দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের জন্য এটি একটি মডেল। এটি সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হওয়া উচিত।